সমকাল

তারিখ ... 26 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ কলাম ... ২ ...

# আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা আহত ১৮

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি তিতুমীর কলেজে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মহাখালীতে কলেজের ছাত্রাবাসে ঢুকে এ হামলা চালানো হয়। এ সময় ধারালো অস্ত্রের কোপ ও লাঠিসোটার আঘাতে ১৮ জন আহত হন। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তবে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রলীগ বলেছে, ছাত্রাবাসে অবস্থানরত বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের বিরোধের জের ধরে মারামারির ঘটনা ঘটে।

পুলিশের গুলশান জোনের সহকারী কমিশনার রফিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, এমন কোনো ঘটনার কথা তার জানা নেই। পুলিশ এ বিষয়ে খোঁজ নেবে।

তিতুমীর কলেজে চতুর্থ বর্ষের ফরম পূরণ ও সেশন ফিসহ বিভিন্ন খাতে বাড়তি অর্থ আদায়ের প্রতিবাদে এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। দুর্নীতির অভিযোগে কলেজটির অধ্যক্ষ আবু হায়দার আহমেদ নাসেরের অপসারণও দাবি করেন তারা। এর মধ্যে গত বুধবার তাদের কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সমকালকে বলেন, বুধবারের ঘটনার জের ধরে গতকালও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর মধ্যেই বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র দিদারসহ দু'জন কলেজ চত্বরে ঢোকেন। তখন কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী কোনো কারণ ছাড়াই তাদের বেধড়ক পেটায়। ক্ষুব্ধ ওই দুই ছাত্র কলেজের আক্কাছুর রহমান আঁখি ছাত্রাবাসে গিয়ে সহপাঠীদের বিষয়টি জানান। তারা এ ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে বিচারের

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৭

তিতুমীর কলেজ

## আন্দোলনকারীদের ওপর

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

দাবি করেন। এর মধ্যেই দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মী সাইফুল, সানি, দিদার, অপু ও গিয়াসসহ অন্যরা চাপাতি, রড ও লাঠি নিয়ে ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়ে। তাদের হামলার মুখে পালানোর চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় চাপাতির কোপে অন্তত চারজন ও পিটুনিতে আরও ১৪ জন আহত হন। গুরুতর আহত গোলাম কিবরিয়া, আবদুল মোতালেব, শাহ আলম ও নাজমুলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, আয়শা মেমোরিয়াল ও লাইফ লাইনসহ অন্যান্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বুধবারের হামলার পর থেকেই কলেজ ও ছাত্রাবাস এলাকায় পুলিশ মোতায়েন ছিল। তবে গতকাল ছাত্রলীগের হামলার আগেই হঠাৎ করে পুলিশ সরে যায়। পরে পুলিশ ফিরে এসে উল্টো আহতদের কয়েকজনকেই আটক করে। এ প্রসঙ্গে জানতে বনানী থানার ওসি সালাহউদ্দিনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেন সমকালকে বলেন, ছাত্রাবাসে থাকা বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে। এতে ছাত্রলীগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

এদিকে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ একাংশ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও এতে অপর অংশের সমর্থন রয়েছে। ওই অংশের একজন নেতা সমকালকে বলেন, ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে তাদের নির্দেশেই হামলা চালানো হয়। তবে হামলাকারীদের মধ্যে সানি, দিদার, অপু ও গিয়াসসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত।